তাওহিদের পরিচয়ঃ

তাওহিদ শব্দের অর্থ হল “একত্ববাদ”। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা ও আদর্শ তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লহ বলেনঃ

ال له لا إل إلا هو الحي القيوم

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। (সূরা আল বাক্কারাহ, আয়াতঃ ২৫৫)

মহান আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ইবাদতের যাোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ। দুনিয়াতে যত নবী-রাসুল এসেছেন সবাই তাহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। ইসলামের সকল বিধি- বিধান তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ইসলামের মূল বিষয় হল সালাত, যাকাত, সাওম, হজ – সকল ইবাদতই এক আল্লাহর জন্য। মুসলিম হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো ঈমান আনা। আর ঈমানের শুরু হল তাওহীদে বিশ্বাস করা।যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাওহীদে বিশ্বাস করবে না সে মুমিন বলে গণ্য হবে না।

সৃষ্টি জগতের বাস্তব উদাহরণঃ

আমাদের চারপাশের সৃষ্টি জগতের দিকে তাকালে আল্লাহপাকের একত্ববাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রকৃতির সবকিছুই সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। সূর্য সঠিক সময়ে উদিত হচ্ছে আবার অস্ত যাচ্ছে। মহাবিশ্বের যা কিছু আছে সবকিছুর একজনই নিয়ন্ত্রন করছেন। আর তিনি হলেন “আল্লাহ্”। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

لو كان فيهما آلهةُ إلا اللهُ لَفَسَدَتَا فُسُبْخان ال له رب العرش عما يصفون

যদি নভাোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২২

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় বিশাল এই পৃথিবীর সবকিছুই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যদি একাধিক ইলাহ থাকতাে তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত। একজন স্রষ্টা চাইতেন সূর্য পূর্ব দিকে উঠুক, অন্য স্রষ্টা চাইতেন পশ্চিম দিকে উঠুক। কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সূর্য তার নিয়মে পূর্ব দিকে উঠবে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাবে। আল্লহার সৃষ্টিজগতের সামান্য অংশ হল আমাদের পৃথিবী। বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে বিশ্বজগতে।

এগুলো প্রত্যেকটি সুশৃঙ্খলভাবে ঘুরছে। স্রষ্টা একজন বলেই তা সুশৃঙ্খলভাবে ঘুরছে। কত সুন্দর আমাদের পৃথিবী। বিশাল বিশাল পাহাড়-পর্বত, নদনদী, সাগর মহাসাগর, বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মাঠ এইসব নিজ থেকে সৃষ্টি হয়নি। মহান আল্লাহ এইসব সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। আল্লাহ শুধু সৃষ্টি করেন নি বরং নানা রকম স্বাদ, সৌন্ধর্য্য দিয়েছেন।

এক এক ফলের স্বাদ এক এক রকম। আম গাছে আম হয়, জাম গাছে জাম। ফুলের রয়েছে বিভিন্ন সৌরভ। ঋতুভেদে ফুলের বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। পশু পাখির মধ্যে ও রয়েছে ভিন্নতা। এক এক পাখির ডাক এক এক রকম। গরু, ছাগল, বিড়াল তাদের নিজ নিজ স্বরেই ডাকাডাকি করে। যদি একাধিক স্রষ্টা থাকত তাহলে বিশ্বজগতে সবকিছুর মধ্যে অনিয়ম দেখা দিত। কিন্তু বিশ্বজগতের সবকিছুই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে। এতেই প্রমাণিত হয় বিশ্বজগতের পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী একজন মহান আল্লাহ। আল্লাহপাক আমাদের চারপাশে যা যা সৃষ্টি করেছেন সব আমাদের কল্যাণের জন্য। অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। খাদ্যের জন্য জমিকে করেছেন উর্বর, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে প্রকৃতিকে করেন সতেজ।